দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...13 MAY 2009...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৬ ...

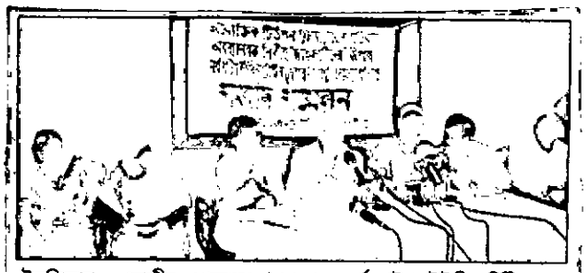

ইনকিলাব : জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবাদ সম্মেলন

বর্ধিত ফি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে নর্থ-সাউথ ভার্সিটির শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা

স্টাফ রিপোর্টার

বর্ধিত ফি ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি জানায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকশ' শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের উপস্থিতিতে তাদের পক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন অভিভাবক ও ক্রীড়া সাংবাদিক আব্দুল হামিদ। তাদের উপস্থাপিত অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা না নেওয়া ও ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নকালীন কোনও ফি না বাড়ানো। এসময় তারা পৃঃ ১২ কঃ ৭

বর্ধিত ফি ও মামলা প্রত্যাহারের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ ভিসি ও প্রক্টর অভিভাবক হয়ে কিভাবে শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এছাড়া মূল ৪টি দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা নতুন সেমিস্টারে ভর্তি হবে না বলে অনেক শিক্ষার্থী সাংবাদিকদের জানিয়েছে।

এদিকে সংবাদ সম্মেলন শেষে গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চেয়ারম্যানের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিকভাবে ফি বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ তারা ক্যাম্পাসে কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচী পালনের ঘোষণা দিয়েছে এবং ১০ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কালো দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর কোন ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেয়া যাবে না বলে দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্টুডেন্ট অ্যাকটিভিটিস ফি এক হাজার থেকে দুই হাজার টাকা, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি ফি এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা, লাইব্রেরী ফি'র নামে নতুন করে ৫শ' টাকা এবং কোর্স ফি প্রতিক্রেডিটে ৫শ' টাকা বাড়িয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের ব্যয়ভার শতকরা ১০ থেকে ২৫ ভাগ বেড়ে যায়। তারা স্টুডেন্ট অ্যাকটিভিটিস ফি, কম্পিউটার ল্যাব ফি এবং কোর্স ফি'র পূর্ববর্তী ফি কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারণের দাবি জানায়। এছাড়া নতুন ফি কাঠামোতে সংযোজিত লাইব্রেরী ফি চাপিয়ে দেয়া যাবে না বলে তারা দাবি করেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ফি বাড়নো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করলে এক পর্যায়ে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। এসময় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভবনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। পুলিশের লাঠিচার্জে শিক্ষার্থীরা দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় শান্তিপূর্ণভাবে র‍্যালি বের করতে চাইলে পুলিশ তাতে টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। পুলিশের হামলায় প্রায় একশ' শিক্ষার্থী আহত হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।